দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 26 OCT 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

উচ্চ মাধ্যমিকে ঢাকা বোর্ডে ১৫ হাজার ফল বিপর্যয়

শরিফুজ্জামান পিন্টু

ফেল করার অপবাদ সইতে না পেরে নিরুদ্দেশ হয়েছে নূরুল আমিন। চার বিষয়ে লেটারসহ এসএসসিতে তার নম্বর ছিল ৭৩২। ২১ অক্টোবর প্রকাশিত ঢাকা বোর্ডের রেজাল্ট শীটে নাম না দেখে মোহাম্মদপুরের বাসা ছেড়ে সে কোথায় গেছে তা পরিবারের কেউই জানে না। টাঙ্গাইল থেকে মা ও মেয়ে বুধবার এসেছিল বোর্ড অফিসে। মেয়ে মাহফুজা খান এসএসসিতে পেয়েছিল ৭০৩। মা ও মেয়ের বক্তব্য– কোনক্রমে এইচএসসিতে ফেল হতে পারে না। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়েছিলেন এক মা। আবেগাপ্লুত কণ্ঠে তার বক্তব্য– প্লিজ, নাম ঠিকানা লিখবেন না। পাড়া-প্রতিবেশীকে বলেছি, ছেলে দ্বিতীয় বিভাগ পেয়েছে। আসলে সে ফেল করেছে। চার বিষয়ে লেটারসহ এসএসসিতে তার নম্বর ছিল ৮০৩।

ঢাকা বোর্ডে এবারও ফল বিপর্যয়ের সংখ্যা অন্তত ১৫ হাজার। এদের মধ্যে এসএসসিতে ভাল ফল করেও ফেল করা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অন্তত ১০ হাজার। বাকি পাঁচ হাজারের ফল স্থগিত রয়েছে। ফল বিপর্যয় সম্পর্কে বোর্ড কর্তৃপক্ষ চুপচাপ, তাদের বক্তব্য টেবুলেশন শীট না এলে কোন কিছু বলা সম্ভব নয়।

বুধবার শিক্ষাবোর্ড অফিসে ছিল সহস্রাধিক অভিভাবক, পরীক্ষার্থী ও শিক্ষকদের ভিড়। সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কায় সকাল ন'টায় বোর্ড অফিসের মূল গেট বন্ধ করে দেয়া হয়। দশটায় মোতায়েন করা হয় পুলিশ। মেধাবী ছাত্ররা বিক্ষোভের ঘোষণা দিলেও শেষ পর্যন্ত তারা ভিতরে প্রবেশ করতে পারেনি। ছাত্র মনে হলেই পুলিশ তাকে ভিতরে ঢুকতে বাধা দিয়েছে। এক পর্যায়ে ছাত্ররা রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। একদল ছাত্র বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে জানাতে আসে অভিযোগ। চেয়ারম্যান জানান, ২৬দিনে ৭৬ হাজার খাতা দেখলে ভুল ত্রুটি থাকতে

(শেষ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)

উচ্চ মাধ্যমিক

(প্রথম পাতার পর)

পারে। চেয়ারম্যানের অফিস থেকে ফিরে ছাত্ররা ২৬, ২৮ ও ২৯ অক্টোবর বোর্ডের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচী গ্রহণ করে।

এদিকে বেলা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে নিজ কার্যালয়ে দেখা যায়নি। অফিসের এক কর্মচারী জানান, জবাবদিহিতা এড়াতে সম্ভবত তিনি আশপাশে কোথাও আছেন। সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মুহাম্মদ ফয়েজউদ্দীন সকাল থেকেও নিজ কার্যালয়ে বন্দী ছিলেন পরীক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের ভিড়ের মধ্যে।

জানা যায়, বর্তমান পরিস্থিতিতে সব মহলই আবারও কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ে ভুলের আশঙ্কা করছে। সূত্র জানায়, বোর্ডের কম্পিউটার অপারেটিংয়ে যাঁরা আছেন তাঁদের প্রায় সবাই বোর্ডের বিভিন্ন পদে কর্মরত ছিলেন। কম্পিউটার ব্যবস্থা চালুর পর স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের কম্পিউটার সেকশনে পাঠানো হয়। এদিকে একের পর এক ফল বিপর্যয় ঘটে গেলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের পক্ষ থেকে ঢাকা বোর্ডের কম্পিউটার ব্যবস্থাকে এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করা হয়েছে। কিন্তু কম্পিউটার ব্যবস্থা চালু হবার পর আজ পর্যন্তও ঢাকা শিক্ষাবোর্ড ত্রুটিমুক্ত ফল প্রকাশ করতে পারেনি। এছাড়া এ ব্যবস্থা চালুর পর গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়ে অভিযোগ উঠেছে। এমনও শোনা গেছে ফল প্রকাশের আগেই তা ফাঁস হয়েছে।

এদিকে বোর্ড অফিসে সরেজমিন পরিদর্শনকালে ভুক্তভোগী শত শত ছাত্রছাত্রী এ প্রতিবেদককে ঘিরে ধরেন। তাদের ধারণা পত্রিকায় সমস্যার কথা উঠলে হয়ত বা সমাধান হবে। বোর্ড অফিসে যাদের সাথে কথা হয় সকলেই এসএসসিতে সাত শ'র বেশি নম্বর পেয়েছে।

ফল বিপর্যয় সম্পর্কে কথা হয় বোর্ডের সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মুহাম্মদ ফয়েজউদ্দীন এর সাথে। তিনি বলেন, টেবুলেশন শীট না পেলে কি ঘটেছে তা বলা সম্ভব নয়। তবে অভিযোগ শুনে মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘটছে। আমারও এক ঘনিষ্ঠজন এসএসসিতে ভাল ফল করলেও এইচএসসিতে ফেল করেছে। পরীক্ষার্থীদের ফল স্থগিত সম্পর্কে তিনি জানান, ছাত্র ও শিক্ষকদের অবহেলা ও গাফিলতি এর কারণ। তবে ২/৩ দিনের মধ্যে স্থগিত ফল প্রকাশের ব্যবস্থা করা হবে।